19 FEB 2017

খুলনা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস দুর্নীতির আখড়া

প্রতিনিধি, খুলনা

অনিয়ম ও দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে খুলনা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। জালাল আহমেদ ওরফে নজরুল ইসলাম নামে এক শিক্ষক ভুয়া সার্টিফিকেটে ১২ বছর চাকরি করার পর ইস্তফা দিয়ে মাফ পেয়ে গেছেন। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট জালিয়াতি, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি, ছোটখাটো চুরিসহ বিভিন্ন অভিযোগ থাকলেও অর্থের বিনিময়ে বারবারই তিনি ছাড় পেয়েছেন। নগরীর ফুলবাড়ী গেটের বিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারুন-অর-রশিদ এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ কয়েক বছর নারী কেলেংকারির অভিযোগ উঠলেও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না। প্যানেলভুক্ত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে টাকা আদায় করা হচ্ছে। প্রথম দফায় ৪৪২ ও পরবর্তী দফায় ৬৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রার্থী প্রতি ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা আদায় করে এ দফতর। এসব বিষয়ে সহযোগিতা করেন ওই দফতরের ডিপিইও অফিসের একটি সিন্ডিকেট। এ সিন্ডিকেটটির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ওঠা অনিয়মের বিষয়েও কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে।

জেলার দাকোপ উপজেলার সুতারখালী পূর্বপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দেবব্রত মণ্ডল একই সঙ্গে নির্বাচিত ইউপি সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং শিক্ষকতা করেছেন প্রায় সাড়ে ৩ বছর। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ে পাঠদান না করে ঠিকাদারি ব্যবসায় জড়িত থাকার বিষয়টি নজরে এলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান। শিক্ষকদের মধ্যে গুঞ্জন রয়েছে লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে বিষয়টি ধামাচাপা দেয়া হয়। এ উপজেলায় স্কুলের মধ্যে এনজিও'র কার্যক্রম চালানোর অভিযোগ ওঠে গত অক্টোবর মাসে। ৫ বছর ধরে এসব স্কুলের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত করে দুটি সংস্থা কার্যক্রম চালাচ্ছে। উপজেলার অধিকাংশ স্কুলের ফাঁকা জায়গায় স্থাপনা ও স্কুল কাম-সাইক্লোন শেল্টারের নিচতলায় কক্ষ তৈরি করে রূপান্তর ও অ্যাকশন এইড নামে দুটি বেসরকারিসংস্থা তাদের কার্যক্রম চালায়। বিদ্যালয় চলাকালীন কালাবগী সালেহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে মঞ্চ নির্মাণ করে এডরা বাংলাদেশ নামে এনজিও কর্মকর্তাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে সরকারি বরাদ্দকৃত মাল্টিমিডিয়া সেট ছাড় করিয়ে নিতেও ঘুষ দিতে হচ্ছে শিক্ষকদের। খুলনা জেলার অন্তত আড়াইশ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ঘুষ বাবদ ৩ থেকে ৫শ' টাকা হারে অর্থ দিতে হচ্ছে। তাদের অভিযোগ, অর্থ না দিলে জিনিসপত্র ছাড়ে গড়িমসি ও হয়রানি করা হয়। তবে এটাকে ঘুষ না বলে পারিশ্রমিক বা যাতায়াত খরচ হিসেবে দাবি করেছেন কর্মচারীরা। অন্যদিকে বিভিন্ন সময়ে অধিদফতর থেকে জারিকৃত নির্দেশনা শিক্ষকদের জানানো হয় না বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষকরা। এসব বিষয়ে জেলা প্রথিমিক শিক্ষা কর্মকর্তা পারভীন জাহান জানান, 'মাল্টিমিডিয়া ছাড়ে অর্থ আদায়টি পরিবহন চার্জ বাবদ নেয়া হয়। জালাল আহমেদের বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ বাবদ কোনো টাকা নেয়া হয় না। স্কুলে এনজিও কার্যক্রম চালানোর বিষয়টি আমার জানা নেই।.